অমর চিত্র কথা

নং 300 . টা. 3.50

ঐতিহাসিক দিল্লী নগরী

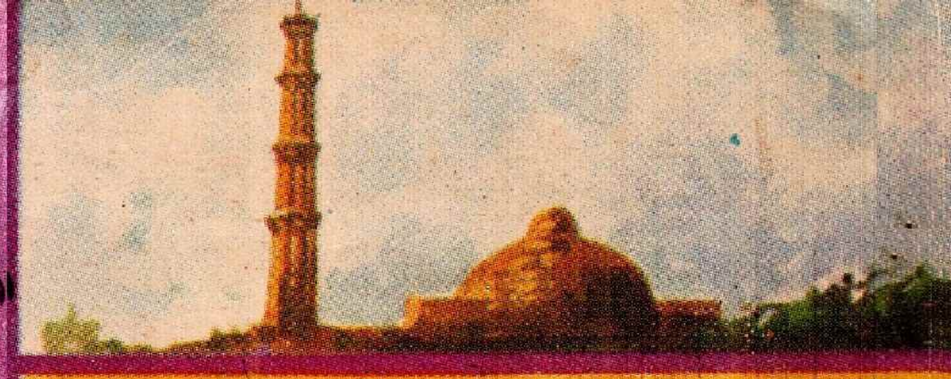

Indrajaal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা
সংখ্যা ৩০০, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৩

★

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহযোগী সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বা রাও
চিত্রকথা
লুই. এম ফার্নান্ডেজ
অলঙ্করণ
অরবিন্দ মন্ধরেকার
তথ্যসংগ্রহ
রামকৃষ্ণ সুখ্বাকর
ব্যবস্থাপনা
গোবিন্দ কোটওয়ানি

★

প্রকাশক
এইচ. জি. মিরচান্দানি
কর্তৃক আই বি এইচ পাবলিশার্স প্রা. লি:
22, ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে 400026 কর্তৃক প্রকাশিত এবং
তৎকর্তৃক আই বি এইচ প্রিন্টার্স,
মারোল নাকা, মথুরাদাস বিষানজী
রোড, আন্ধেরী (পূর্ব), বোম্বে 400059
থেকে মুদ্রিত।
© আই বি এইচ পাবলিশার্স প্রা. লি:
বোম্বে 400026।
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত 1983

★

অমর চিত্রকথার বাংলা
সংস্করণের পরিবেশক
উচ্চারণ
2/1, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট
কলকাতা 700073
ফোন: 34 4043

★

চিত্রকথা কেনার সময়
নিচের প্রতীকটি দেখে
নিশ্চিত হয়ে নেবেন

ঐতিহাসিক দিল্লী নগরী

পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ আর আজকের ভারতের রাজধানী দিল্লী কি একই জায়গায়—একটি মাটির নিচে আর একটি মাটির ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে? আজকের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা অনেকেই এরকম সন্দেহ করছেন। মহাভারতের সময়কে পেছনে রেখেও বলা যায়— মৌর্য, শুঙ্গ, শক, কুষান, গুপ্তবংশ, রাজপুত, পাঠান, মুঘল, এদের সকলের সঙ্গেই প্রাচীন দিল্লীর একটি যোগসূত্র ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে দিল্লী শহর গ'ড়ে উঠেছে। রাজারা রাজত্ব করেছেন, দস্যুরা হানা দিয়েছে, একাধিকবার দিল্লী তার গৌরব হারিয়েছে, আবার ফিরেও পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ের নানা ধরনের শিল্পকলা আজও দিল্লী শহরকে দেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের কাছে লোভনীয় করে রেখেছে। ভারতের ইতিহাসকে জানতে হলে তাই দিল্লী নগরীকেও কিছুটা চাক্ষুষ জানা দরকার— ইতিহাস এখানে কখনই স্থির নয়, সে কথা বলে, অতীত এবং বর্তমানের এবং হয়তো বা ভবিষ্যতের।

ভাষান্তর ◦ কেয়া চট্টোপাধ্যায়
বর্ণলিপি ◦ পার্থ গোস্বামী/দেবব্রত ঘোষ

BENG.

এখন 290-রও বেশি অমর চিত্রকথা পাওয়া যায়।

Indraindrajal.blogspot.in

ঐতিহাসিক দিল্লী নগরী
আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে দিল্লী শহর বহিরাগত মুসলমান যোদ্ধাদের আক্রমনের মুখোমুখি হল। আরও আগে, ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই শহর প্রায় রাজধানীর মর্যাদা পায়। তানওয়ার গোষ্ঠীর রাজপুতেরা তখন দিল্লী শাসন করতেন...
... রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল রাজধানীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য লালকোট দুর্গ বানালেন। দুর্গের মধ্যে একটি স্তম্ভ স্থাপন করা হলো। এই স্তম্ভকে বলা হতো বিষ্ণুর দন্ড। বোধহয় কোনো মন্দির থেকে তুলে আনা।
লালকোটের ভগ্নাবশেষ প্রায় কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই...
... কিন্তু লোহার স্তম্ভটি অক্ষত আছে। সে যুগের ধাতুশিল্পীদের অদ্ভুত কীর্তি।
শতাব্দীর পর শতাব্দী রোদ বৃষ্টি জলেও দন্ডটির গায়ে একটুও মরচে ধরেনি। বয়স হবে অন্তত ১৬০০ বছর।

এবার ভানগুয়ারদের পরাজিত করে সিংহাসনে বসলেন আর এক রাজপুত গোষ্ঠী - চৌহান।

চৌহান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ।

তিনি লালকোট দুর্গকে আরো মজবুত করে গড়ে তোলেন – আর তার নাম দেন রাই পিথোরা।

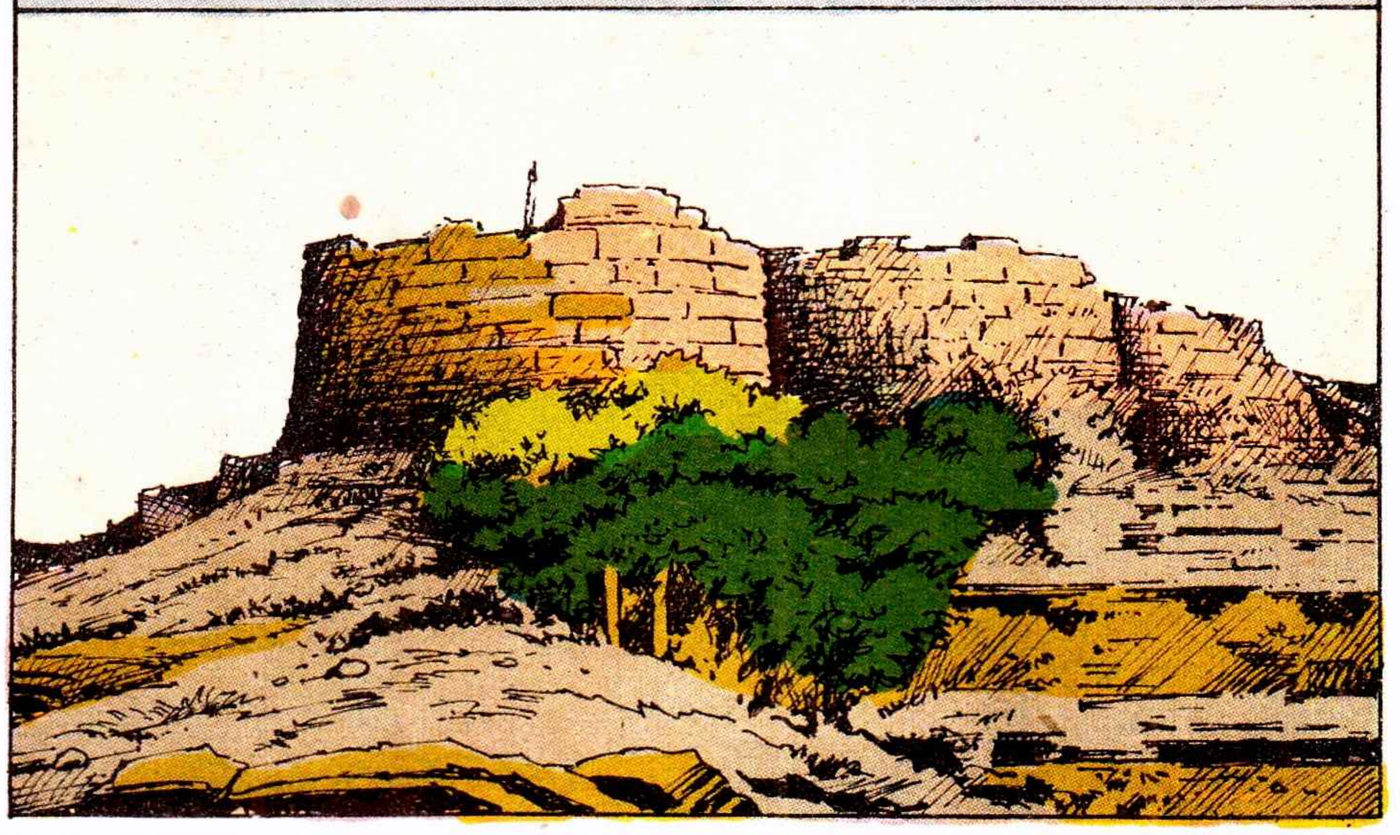

১১৯১ সালে ঘুর বংশের মহম্মদ ভারত আক্রমণ করলেন।

পৃথ্বীরাজ প্রচন্ড লড়াই করে মহম্মদকে হারিয়ে দিলেন।

কিন্তু প্রাণে মারলেন না।

BanglaBook.org

Indraindrajal.blogspot.in

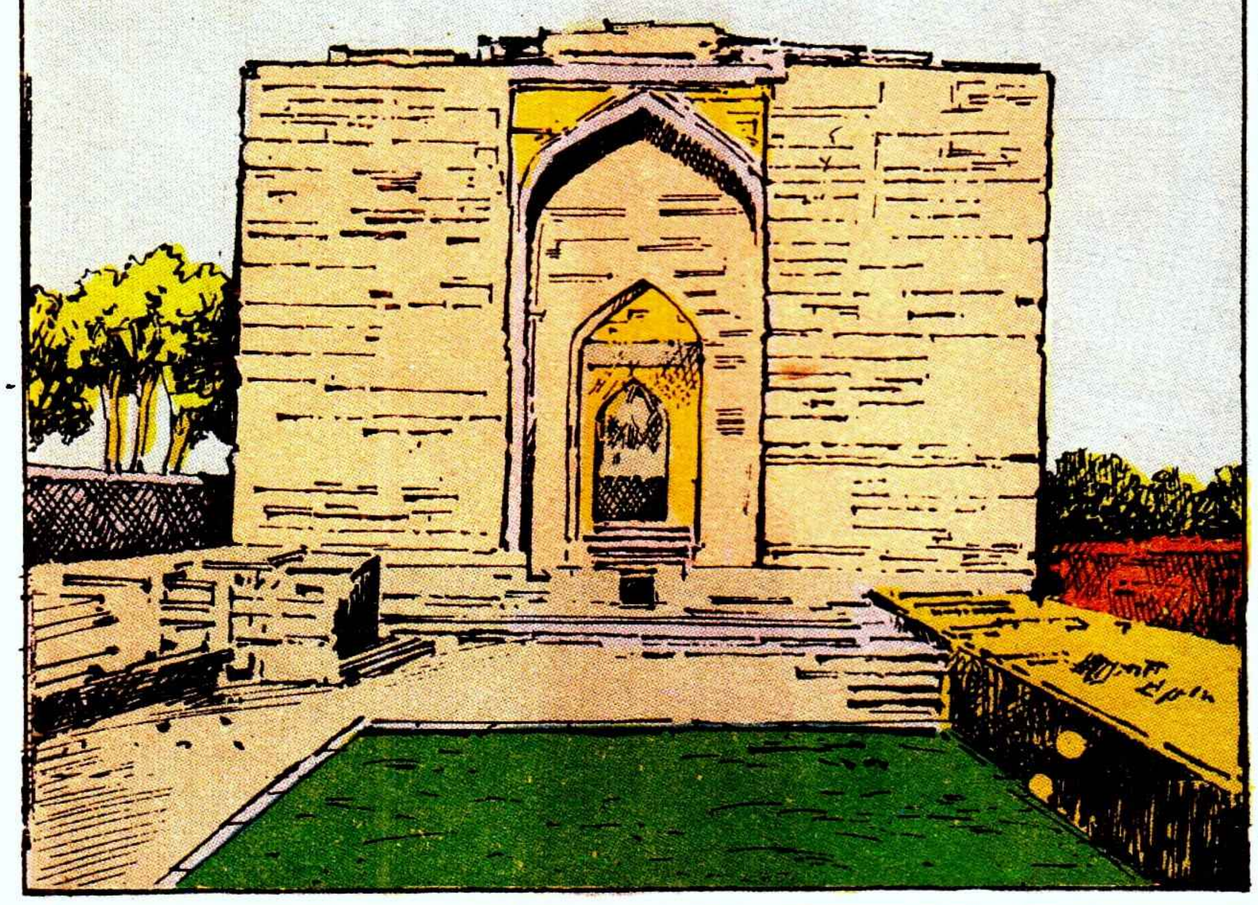

মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরের প্রথম মসজিদ কোয়াৎ উল-ইসলামের ধ্বংসাবশেষ। মসজিদটি শুরু করেন কুতব ...
... সম্পূর্ণ করেন ইলতুৎমিস। ইলতুৎমিসের রাজত্ব-কাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দিল্লীর বিশেষ ভূমিকা তাঁর সময় থেকেই অনুভব করা যায়।
মসজিদের পাশেই রয়েছে ইলতুৎমিসের সমাধি। বাইরে থেকে মনে হবে খুবই সাধারণ ...
..কিন্তু ভিতরে রয়েছে সুন্দর কারুকার্য। স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দু-শৈলীর অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ইসলামের প্রয়োজনে হিন্দু শিল্পের প্রয়োগের অনন্য সুন্দর নিদর্শন এই সমাধি।
ইলতুৎমিসের পর তাঁর ছেলেরা সিংহাসনের জন্য একে অপরকে হত্যা করেন।
শেষে তাঁর কন্যা সুলতানা রাজিয়া সিংহাসনে বসেন। কিন্তু পুরুষ-প্রধান সমাজে তিনি টিকে থাকতে পারেন নি। তিন বছর বাদে এক গৃহযুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান।

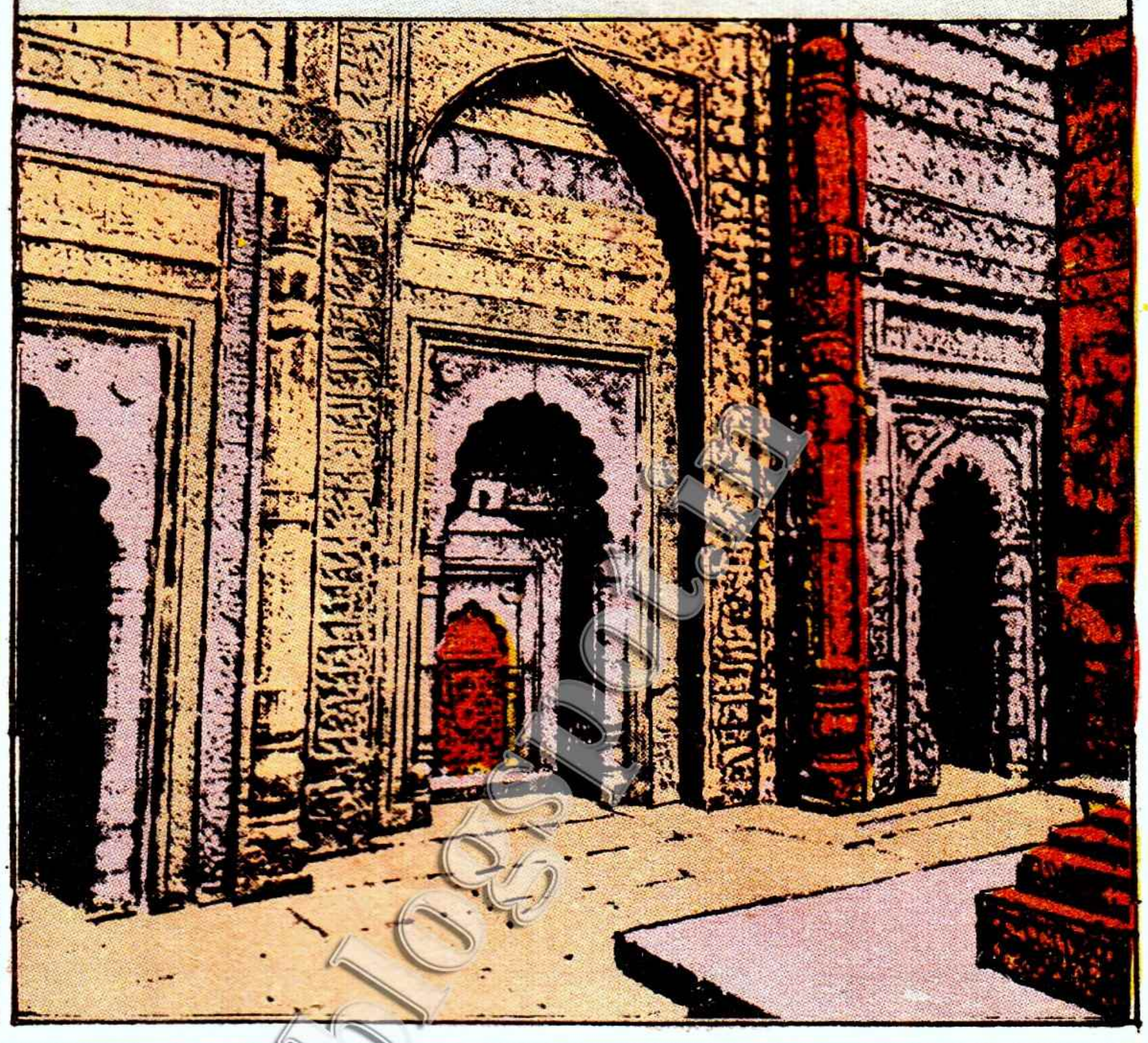

একজন ঐতিহাসিক রাজিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, ন্যায়-পরায়ণ এবং উদার। রাজ্যের মঙ্গলে, প্রজাদের নিরাপত্তা, সেনাবাহিনীকে ঠিকমত পরিচালনা — সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ। কিন্তু তিনি পুরুষ হ'য়ে জন্মান নি — পুরুষদের চোখে এই সব গুণের কোনো মূল্য ছিল না। খোদা তাঁর মঙ্গল করুন!

এক সময় দাস-রাজত্বের শেষ হ'লো। এবার সিংহাসনে এলেন খিলজীর সুলতানেরা। দিল্লীর পাঠান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। ভারত-বর্ষের এক বিরাট ভূখণ্ডকে তিনি পেরেছিলেন দিল্লীর সঙ্গে জুড়ে দিতে। দুর্ধর্ষ মুঘল আক্রমণকেও তিনি রুখে দেন।

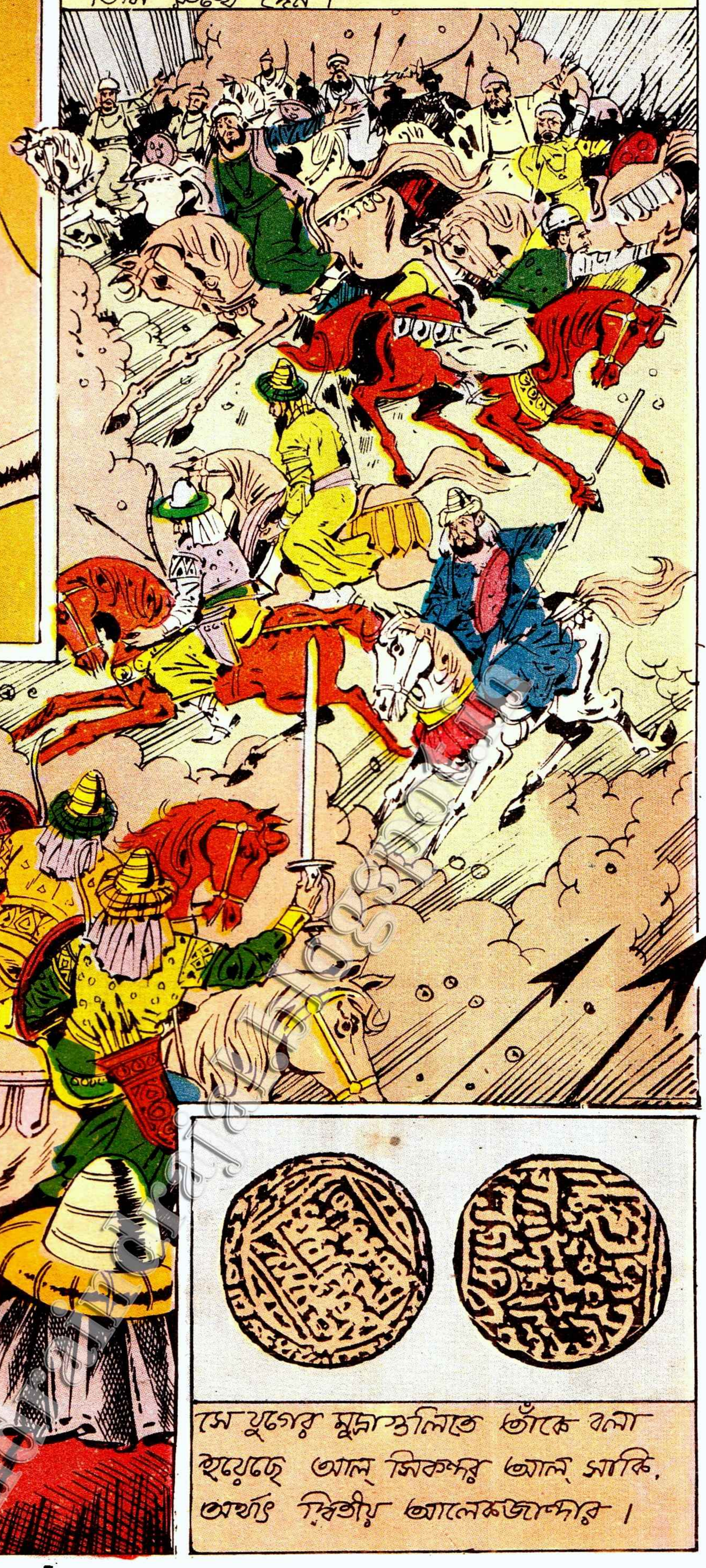

সে যুগের মুদ্রাগুলিতে তাঁকে বলা হয়েছে আল্ সিকন্দর আল্ সাকি, অর্থাৎ দ্বিতীয় আলেকজান্দার।

আলাউদ্দীন খিলজী স্থাপত্যকার্যে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর রুচিবোধ ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিরি-নগরীর কোন চিহ্নই এখন চোখে পড়ে না...

... কিন্তু নাগরিকদের জন্যে তিনি যে জলাধারটি তৈরী করেছিলেন, তা এখনও আছে। চৌবাচ্চাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'রাজের চৌবাচ্চা।'

কুতব মিনারের পাশে আলাই দরোয়াজা তাঁরই কীর্তি। মুসলমান স্থাপত্যের একটি মূল্যবান নিদর্শন বলে একে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এক সময় খিলজী বংশেরও পতন এলো। চারদিকে তখন হিংসা ও রক্তের স্রোত বইছে। দিল্লীর পতন হ'লো, সাম্রাজ্যও হাতছাড়া হলো। এবার এলেন তুঘলকেরা।

এখনও বাইরে থেকে মুঘলদের দৌরাত্ম্য চলছে। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

আমাদের সবসময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে। একটি নতুন রাজধানীর দরকার যার চারদিকে পাহারা থাকবে।

নতুন রাজধানীর নাম হবে তুঘলকাবাদ।

একদিন —

ওহে! তোমরা! এখানে কী করছো? উত্তর দাও?

ওরা আমার হয়ে কাজ করছে।

নিজামউদ্দীন আউলিয়া, একজন সুফী সাধু সামনে এগিয়ে এলেন।

এখানে একটা চৌবাচ্চা হবে, দশজনের ভালোর জন্যে।

নতুন শহর হচ্ছে, সেখানে এদের দরকার হবে।

তোমাদের নতুন শহরে একদিন খেয়াল খুব বেড়াবে। এই চৌবাচ্চা তার চেয়ে অনেক জরুরী।

সুলতান মোটেই খুশী হবেন না।

সাবুর ভাগ্য ভাল, গিয়াসউদ্দীন সে সময় বাংলায় ছিলেন।

ফিরে গিয়ে ওর ব্যবস্থা করছি।

বাংলা সফর শেষ করেই গিয়াসউদ্দীন দিল্লী রওনা হলেন। সাবুর অনুগামীরা চিন্তায় পড়লেন।

উনি আসছেন।

কিছু দিনের জন্য বাইরে চলে যান।

ভয় পাবেন না।

দিল্লী এখনো অনেক দূর!

গিয়াসউদ্দীন দিল্লী পৌঁছুতে পারেন নি। মাঝ-পথে তিনি এক সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন —

যে মঞ্চের ওপর তিনি বসেছিলেন তা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সততনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আ-হ-

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার ভবিষ্যৎবাণী ফলেছিল। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত হয়ে তুঘলকাবাদ শেয়ালের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হলো।
বর্তমান পার্লামেন্টের ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এখনও পীর নিজামুদ্দীনের দরগায় পর্যটকদের ভীড় হয়।
নতুন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক নিষ্ঠুর এবং অস্থিরচিত্ত হলেও, দূরদর্শী ছিলেন। একবার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পথে তিনি যখন দেবগিরীতে পা দিলেন —
আমার রাজত্বের ঠিক মাঝখানে এই শহর – মুঘল দস্যুদেরও নাগালের বাইরে। এখানে আসতে হলে ওদের অনেক মেহনত করতে হবে।

একেই আমার নতুন রাজধানী করবো।
দিল্লীতে আদেশ চলে গেল, সবাইকে দেবগিরী আসতে হবে। নতুন রাজধানীর নতুন নাম হলো দৌলতাবাদ।
এই সুন্দর শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে?
নতুন রাজধানী সাতশ মাইল দূরে। কী করে বৌ-বাচ্চা, গরু-মোষ সব নিয়ে সেখানে পৌছাবো?
কিন্তু অপরের সমস্যা নিয়ে সুলতানের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।
সবাইকে বলে দিন, তিন দিনের মধ্যে দিল্লী ছাড়তে হবে।
যারা আদেশ মানবে না, তাদের কোতল করা হবে।
সম্রাটের হুকুম মানতেই হয়। হাজার-হাজার মানুষ পথেই মারা গেল।

যারা নতুন রাজধানীতে পৌঁছাল তাদের চরম কষ্টের মুখোমুখি হতে হলো। তাদের ঘরদোর চাকরি-বাকরি সবই গেছে – এর উপর আছে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য।

কিছু দিনের মধ্যে সুলতান তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। একবার সবাইকে দিল্লী ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। পথে আবার হাজার-হাজার লোক মারা পড়লো। ততদিনে দিল্লীর অবস্থা পড়ে গেছে। পুরানো শ্রী ফিরিয়ে আনতে কয়েক বছর কেটে গেল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের পর সিংহাসনে এলেন ফিরোজ শাহ্ তুঘলক। তিনি ছিলেন শান্তি প্রিয় মানুষ। প্রজাদের সুখশান্তির দিকে তাঁর নজর ছিল।

এখানে এতো অনাবাদী জমি পড়ে আছে।

এ অঞ্চলটা সবসময় শুকনো থাকে।

বৃষ্টি হয় না বললেই হয়।

এরকম জমিতে খালের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাঁর রাজত্বকালে পাঁচটি বড় খাল কাটা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি, পশ্চিম-যমুনার খাল, এখনো আমাদের চোখ জুড়ায়।

১৩৫৪ সালে তিনি ফিরোজাবাদ শহরের পত্তন করেন। রাজপ্রসাদ এবং নগর-কেল্লা থেকে শহরটি চারদিকে পাথর মতো ছড়ানো। দুর্গটির নাম কোটলা ফিরোজশাহ।

সেখানে একটা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে ১২৯৭ মিটার উঁচু অশোক স্তম্ভ। স্তম্ভটি আগাগোড়া বালুপাথরে তৈরী।

ফিরোজশাহ্ যখন আম্বালা থেকে স্তম্ভটি নিয়ে আসেন, তখন সমস্ত শহরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

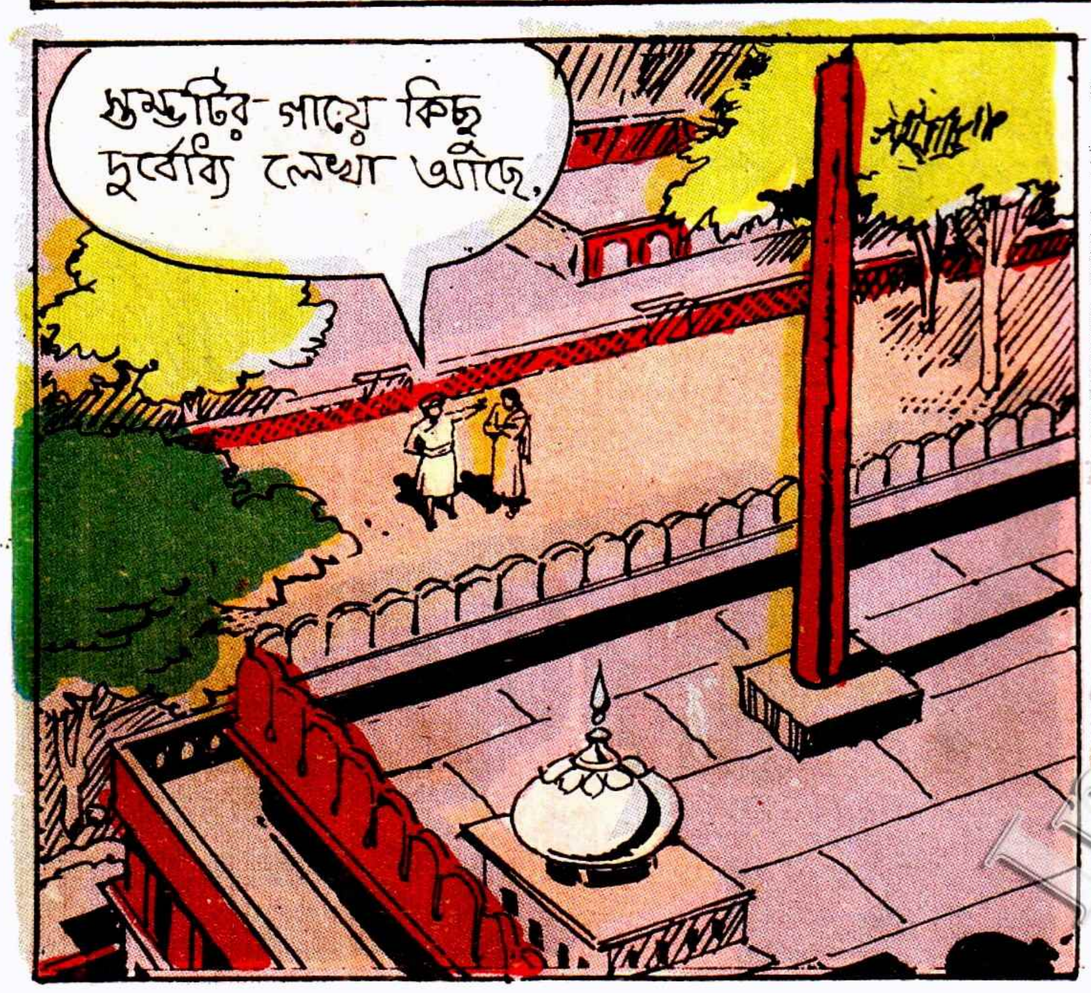

সুলতান ঘোষণা করেছেন যে এই লেখা পড়তে পারবে তাকে নানা মূল্যবান উপহার দেওয়া হবে।

বহুকাল পরে ১৮৩৭ সালে জেমস প্রিন্সেপ নামে একজন ইংরেজ লিপিটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।

১৩৮৮ সালে ফিরোজশাহের মৃত্যু হয়। কুতব মিনারের পাশে হুমায়ুনের একপ্রান্তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

ফিরোজশাহের পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে গেছেন— কিন্তু তাঁরা কেউ শাসক হিসাবে ভালো ছিলেন না। অবশেষে তৈমুরলঙের হাতে তুঘলক বংশের পতন হলো।

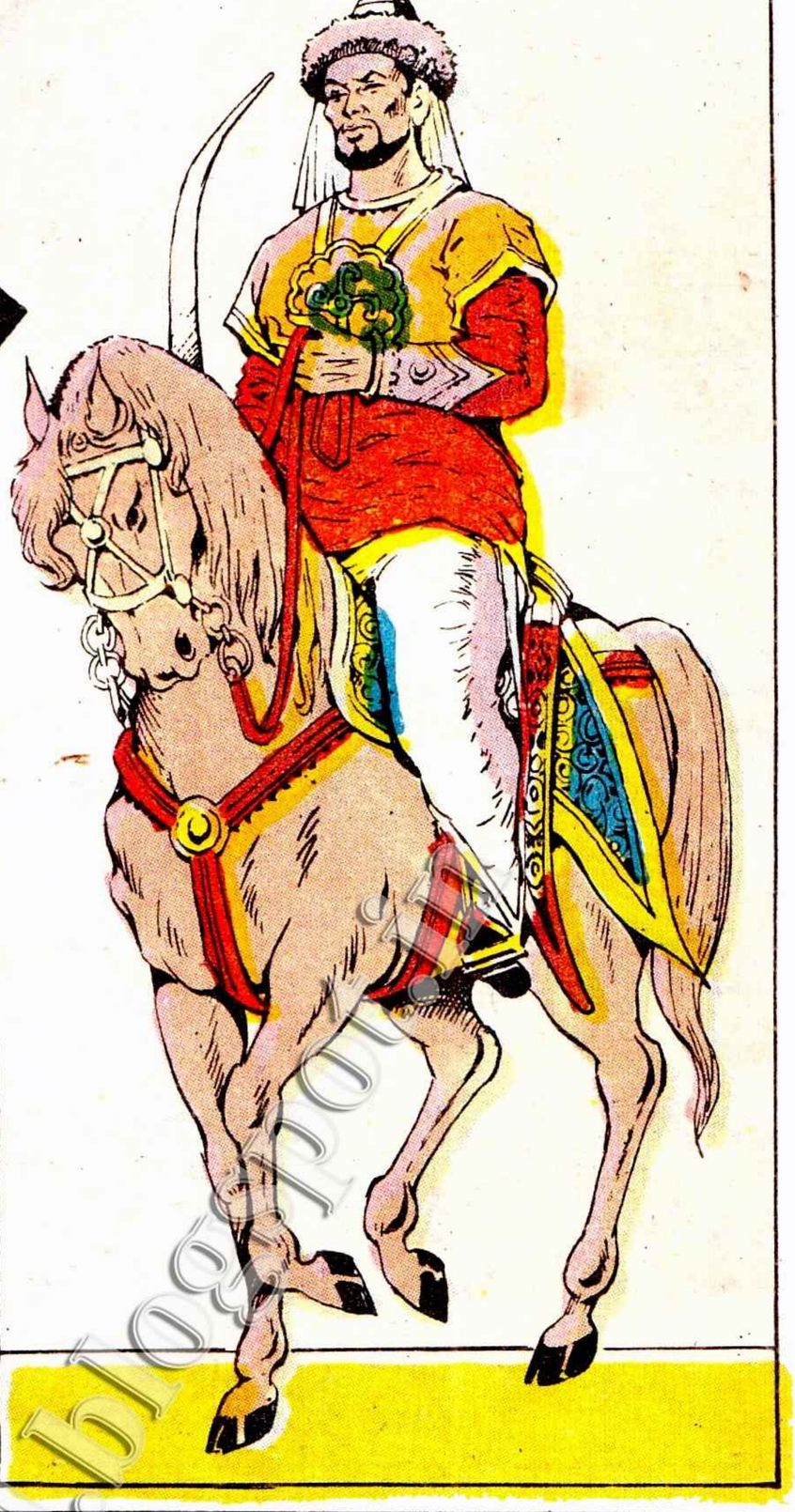

তৈমুর দিল্লীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেন, হাতের কাছে যা পেলেন তাই লুঠ করলেন...

Indrajal Comics

...তারপর ফিরে গেলেন। ঠিক একশো বছর পর তাঁরই বংশধর বাবর আবার ভারতের দিকে পা বাড়ালেন।

এই সময়ে দিল্লীতে রাজত্ব করছিলেন লোদী বংশ। সেই বংশের তৃতীয় এবং শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদী বাবরের সঙ্গে পানিপথের যুদ্ধে মুখোমুখি হন। তিনি যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে লড়াই করেন —

কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন।

আপনার বীরত্বের প্রতি সম্মান জানাই।

লোদীরা পঁচাত্তর বছর দিল্লীতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা যে সমস্ত সৌধ নির্মান করেছিলেন তা ছিল সহজ ও সরল। এর মধ্যে একটি — সিকন্দর লোদীর সমাধি — লোদী উদ্যানের মধ্যে এখনও শোভা পাচ্ছে।

জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর ১৫২৬ সালের চব্বিশে এপ্রিল দিল্লীতে প্রবেশ করেন।

এক বছর পর, রাণা সঙ্গঁর অধিনায়কত্বে রাজপুতরা বাবরের রাজধানী আক্রমন করে। তারা বাবরকে দিল্লী এবং হিন্দুস্থান থেকে তাড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ওরা সংখ্যায় বেশী।

পানিপথের যুদ্ধেও আমাদের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল।

এখনকার পরিস্থিতি অন্যরকম। রাজপুতরা বড় যোদ্ধা। আমাদের প্রথম সারির ১৫০০ জন সৈন্য ওদের তলোয়ারে দু'টুকরো হয়ে গেছে।

CONTD. ON PAGE 19

হেঁয়ালি ভারতী-১

সংগ্রাহিকা: স্বর্ণ খণ্ডপুর
চিত্রশিল্পী: নীলম পারুলকার

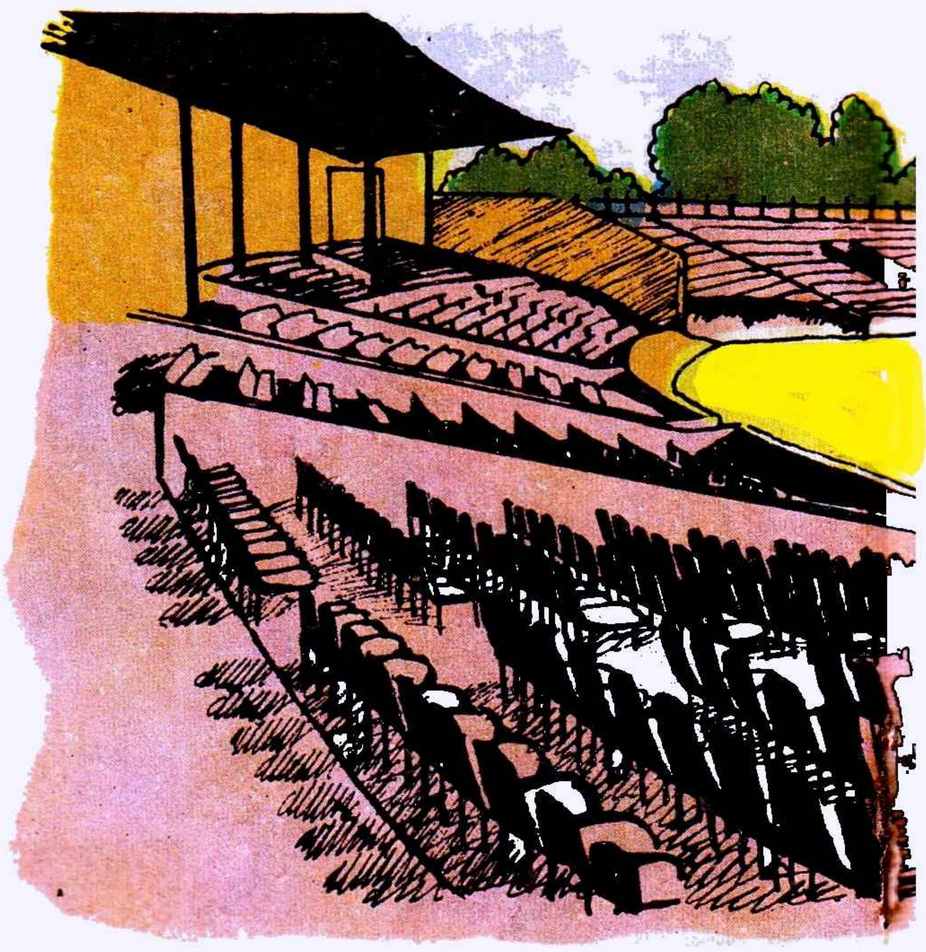

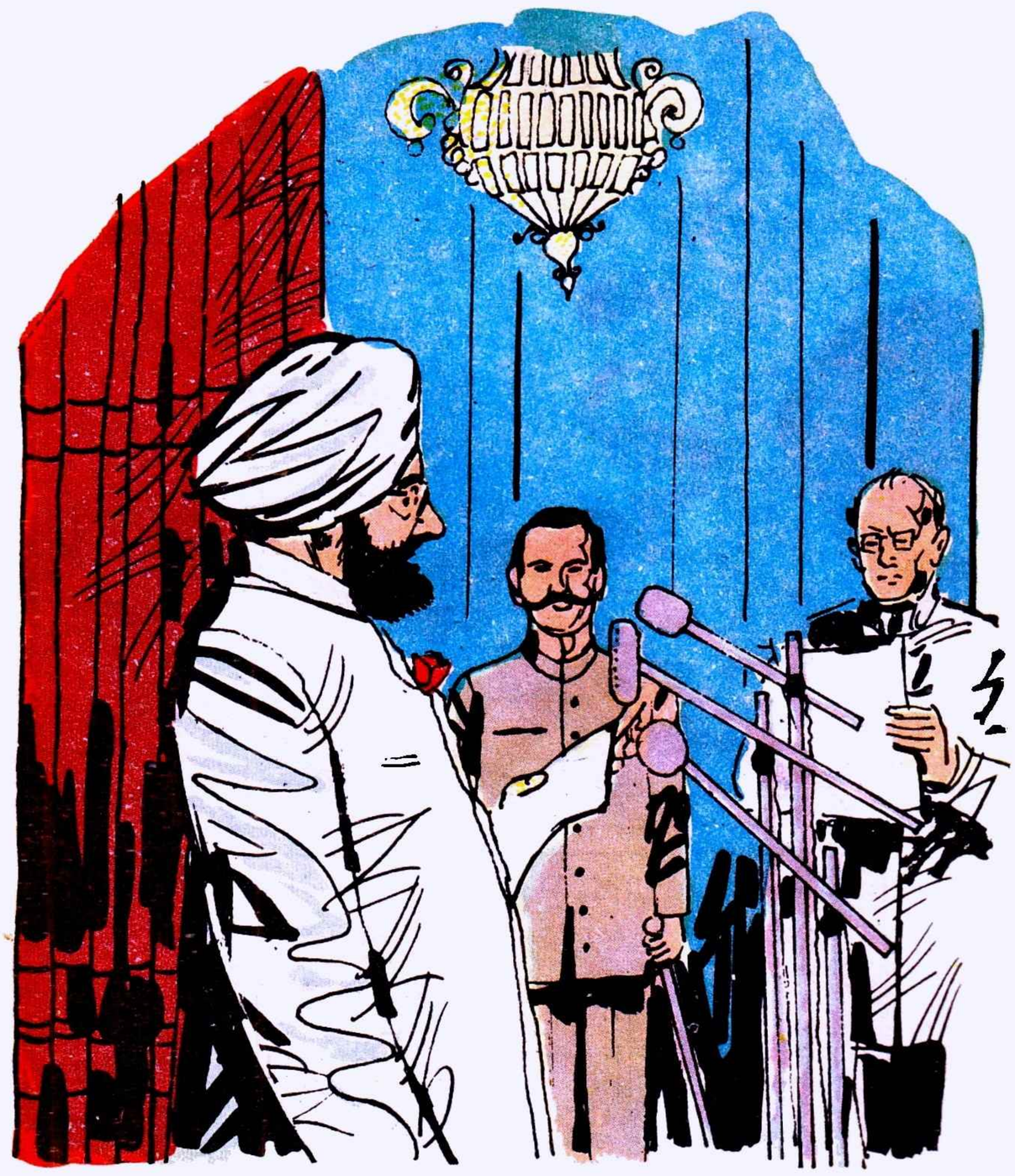

B. নবম 'এসিয়ান গেমস
নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত
'এসিয়ান গেমস' কোথা

A. কোন হলে ভারত গনতন্ত্রের
রাষ্ট্রপতি পদগ্রহনের শপথ
নিয়ে থাকেন ?

জেনে রাখো ...
... নবম 'এসিয়ান গেমসের'
এই ধনুর্বিদ্যার ডাকটিকিট টি
বার হয়েছিল।
... এটি শ্রী কৃষ্ণের ধনুর্বিদ্যার
দক্ষতার প্রদর্শন চিত্রিত
করেছে।
... এটি 'ভগবত পুরাণ' -এর
তথ্যে আঁকা রাজস্থানী
ক্ষুদ্র চিত্রের ভিত্তিতে মুদ্রিত।

বাংলা সংস্করনের একমাত্র পরিবেশক: উচ্চারণ,
২/১ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩।

indrajal.blogspot

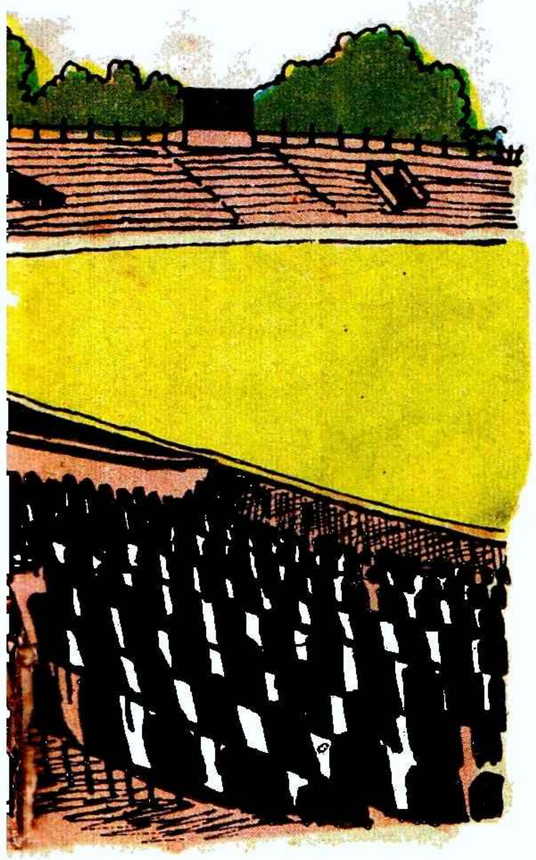

C. এটি নবম 'এসিয়ান গেমসের' প্রতীক চিহ্ন। এটি দিল্লীর কোন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের অনুরূপ ?

...' ১৯৮২ সালে
...হয়েছিল। প্রথম
...থায় হয়েছিল ?

নবম এশিয়াই খেল দিল্লী
IX ASIAN GAMES
DELHI 1982

D. আলাউদ্দীন খলজীর ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী সিরি ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে কর্ম-ব্যস্ততার গুঞ্জনে ভ'রে গিয়েছিল। কেন বলতো ?

নিয়মাবলী :

১. প্রথম ২০টি সবঠিক সমাধানের প্রত্যেকটি ১০্ টাকা ক'রে পুরস্কার পাবে।

২. বাকি সবঠিক সমাধানগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি ক'রে রঙীন পিকচার-পোস্টকার্ড দেওয়া হবে।

বিচারকদের নির্ধারণ চরম ও পালনীয় ব'লে মানতে হবে।

তোমাদের প্রবেশ-পত্র নীচের ফর্মে এই ঠিকানায় পাঠাও :

উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০৭৩।

হেঁয়ালি

ভারতী ১

প্রবেশ-পত্র

নাম ____________________

____

বয়স ____________________

ঠিকানা ____________________

____

____

প্রদেশ ____________________

পিন কোড- ____________________

আমার সমাধান

A ____________________
B ____________________
C ____________________
D ____________________

Indrajal.blogspot.in

সোঁ সোঁ ক'রে উড়বে আমার উড়োজাহাজ,
ডানা মেলে দূর-দূরান্তে ছুটবে যে আজ।
গাদা গাদা জেম্‌স তাতে ভাই আনব ভরে,
তুমি, আমি আর সবাই মিলে খাব মজা ক'রে !
Cadbury's
GEMS
স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!
ক্যাডবেরিস্‌
চকোলেটস্‌
CBM-9599-BN
ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!
indrajal.blogspot.in

জ্যোতিষী কি বলেন? ভাগ্য কি আমাদের দিকে?

না মহারাজ। বৃহস্পতির অবস্থান পশ্চিমে - আমাদের বিপরীত দিকে।

আমি কি হেরে যাবার জন্য এতদূর এসেছি?

যদি এমন কিছু ত্যাগ করি যা আমার অত্যন্ত প্রিয়, ভাগ্য দেবতা হয়তো প্রসন্ন হবেন।

সবচেয়ে ভালো হবে মদ্যপান ত্যাগ করা। সেটাই আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ।

আজ থেকে একফোঁটা মদও আমার ঠোঁট স্পর্শ করবে না।

বন্ধুগণ! কোনো মানুষ অমর নয়। আমাদের প্রত্যেককেই এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে!

আমরা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি; কিন্তু মাথা উঁচু রেখেই আমরা মরতে চাই।

বাবরের কথায় তাঁর ঝিমিয়ে পড়া সেনাবাহিনী চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারা রাজপুতদের আক্রমন করলো...

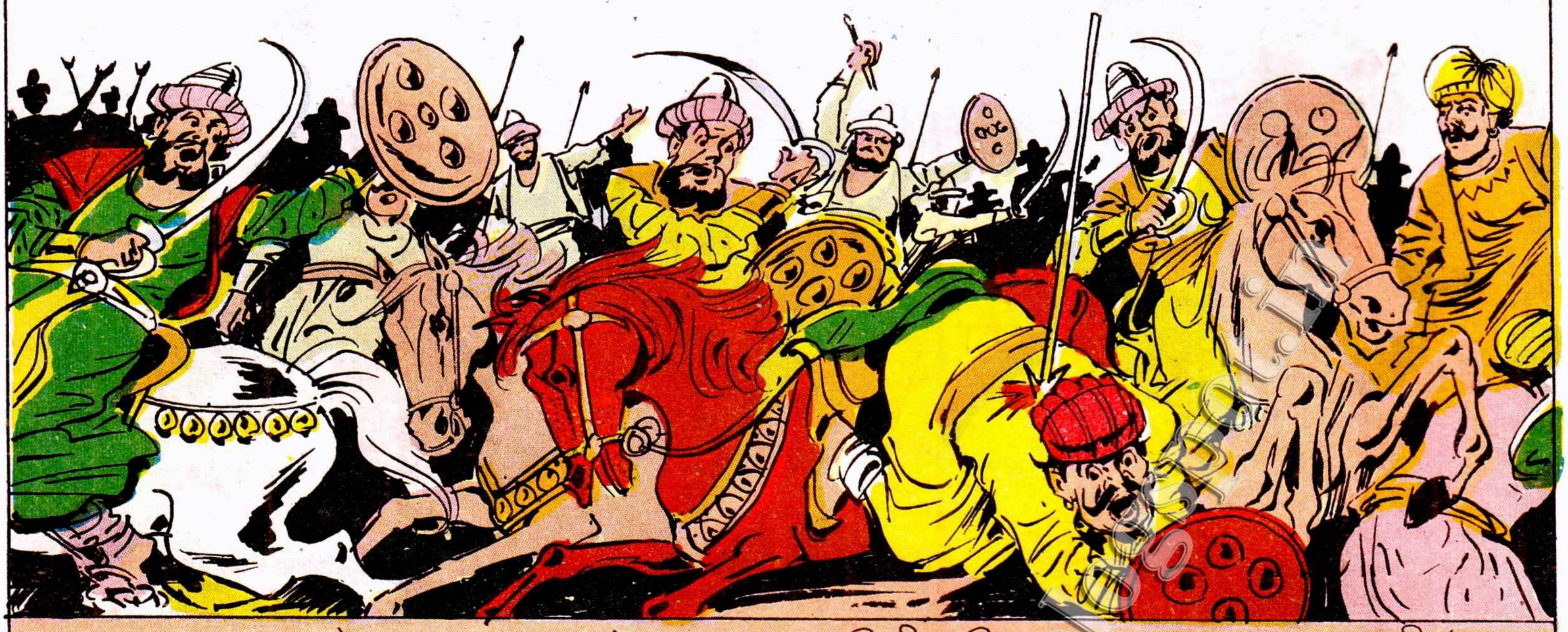

... এবং প্রচন্ড লড়াইয়ের পর তাদেরই জয় হলো। দিল্লীর সিংহাসন এখন মুঘলদের। দীর্ঘকাল ধরে একের পর এক মুঘল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন।

বাবরের পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র হুমায়ুন। পন্ডিত হলেও তাঁর মনে ছিল নানা কুসংস্কার।

বেরিয়ে যাও!

বেরিয়ে যাও, আবার এসো। আগে ডান পা ফেলো, তারপর ভিতরে ঢোকো।

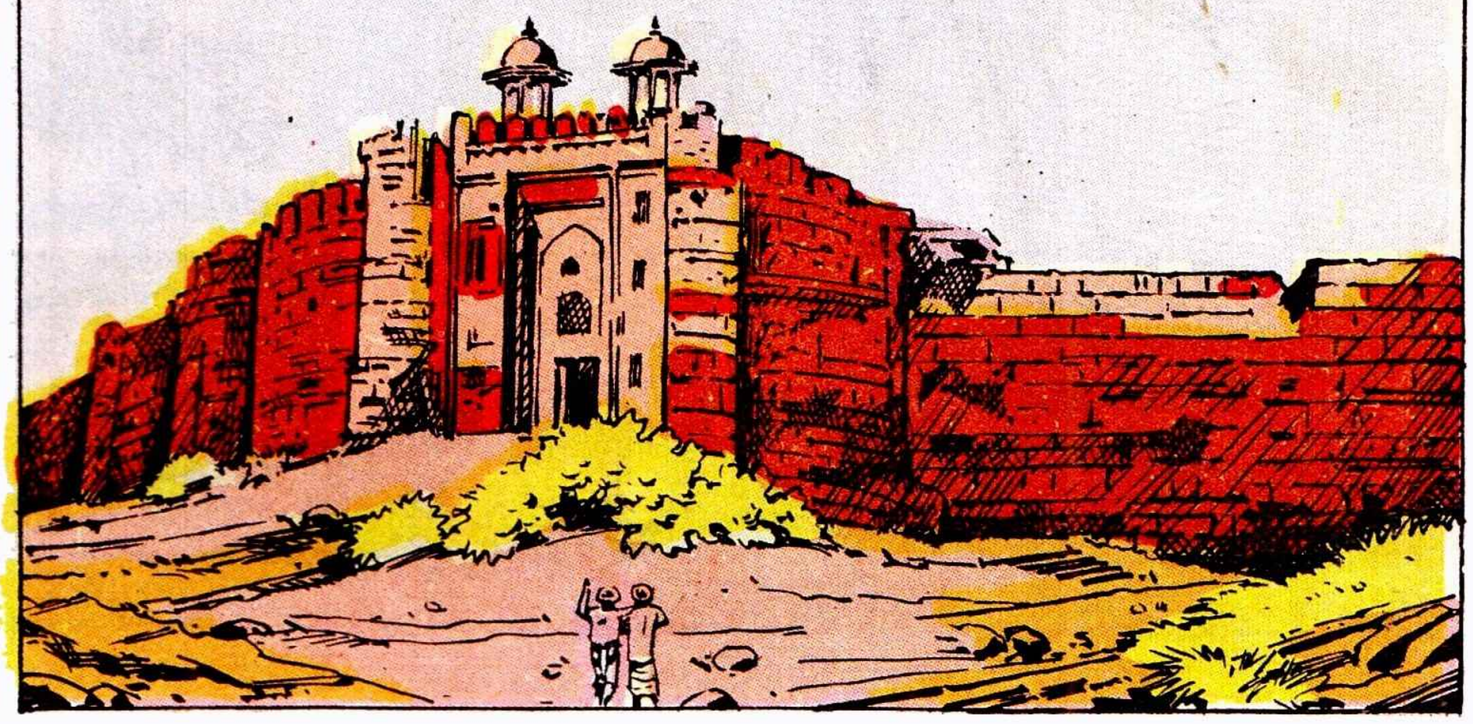

কোনো বাড়িতে অথবা মসজিদে বাঁ পা বাড়িয়ে ঢুকবে না।
হুমায়ুন ঠিক করতে পারেন নি দিল্লী অথবা আগ্রা কোনটি হবে তাঁর রাজধানী। কিন্তু দিল্লীতে তিনিই একটি দুর্গ তৈরী করেছিলেন— তার নাম পুরানো কেল্লা।
ঠিক সেখানে প্রাচীন নগরী ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল বলে অনুমান করা হয়। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেখানে মাটি খুঁড়ে দেখছেন, কথাটি কতদূর সত্য।
আফগান নেতা শের শাহের হাতে দুবার হুমায়ুনের পরাজয় হয়।
দ্বিতীয় যুদ্ধে হেরে যাবার পর হাতীর পিঠে চড়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

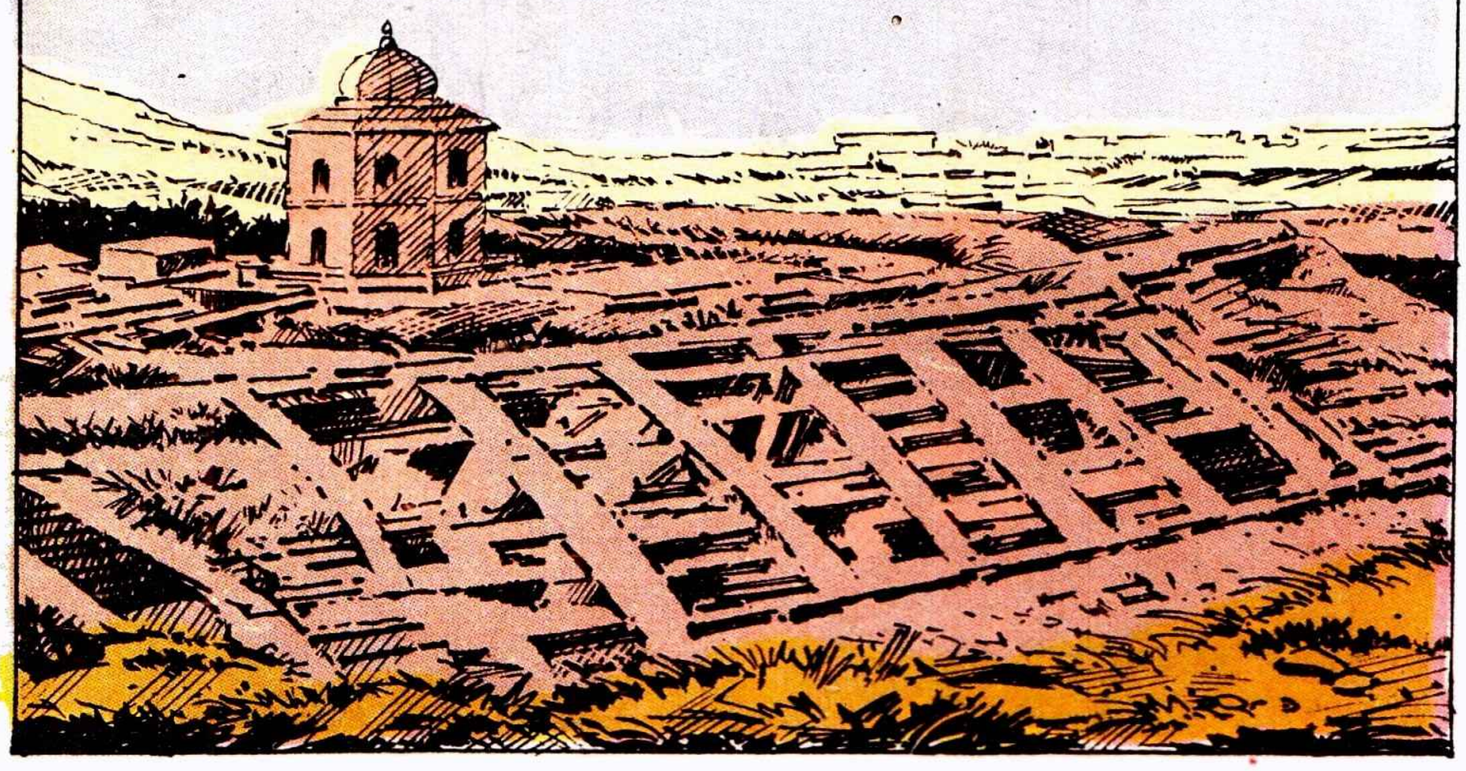

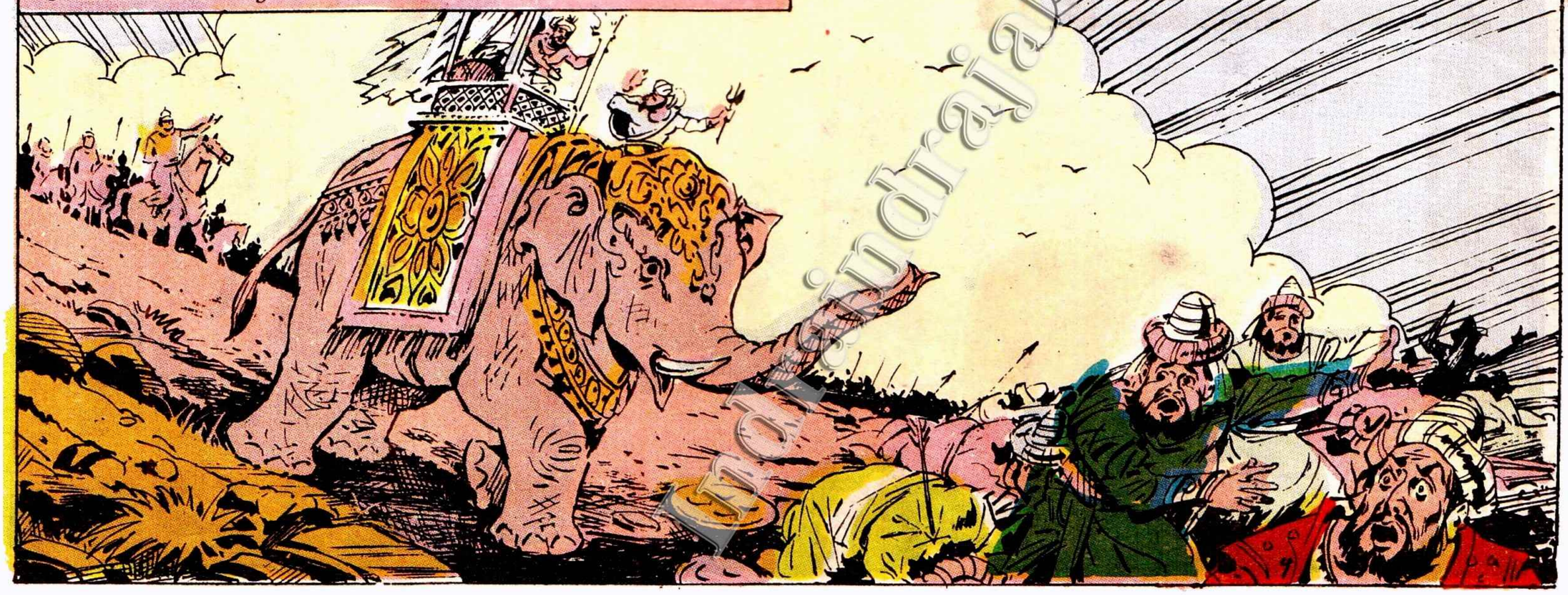

indrajal.blogspot.in

কয়েক বছর পর হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। একদিন এই শের মন্ডলের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে তিনি মাথায় চোট পান ...
... এবং তিনদিন পর মারা যান।
নিজামউদ্দীনের উপাসনা গৃহের পাশেই রয়েছে হুমায়ুনের সমাধি।
হুমায়ুনের পর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে আকবর। একদিন নিজামউদ্দীনের দরগা থেকে তিনি যখন ফিরছিলেন —
আহ!

ধরো ওকে!
আক্রমণকারী ধরা পড়লো, শাস্তিও পেলো। আকবর কিন্তু আর বেশীদিন দিল্লী থাকলেন না। আগ্রা অথবা ফতেপুর সিক্রী থেকেই তিনি রাজ্য চালাতে লাগলেন।
পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও দিল্লীকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামান নি।
মহামারীর কবলে পড়ে রাজা-মহারাজাদের দিল্লী বেশ কিছুদিন ইঁদুর-ভোজ্য হয়ে রইলো
জাহাঙ্গীরের পর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন সম্রাট শাজাহান। ভাগ্যলক্ষ্মী দিল্লীর প্রতি আবার প্রসন্ন হলেন।
জনশ্রুতি, শাজাহানের বিরাট জমকালো মিছিলগুলির পক্ষে রাস্তাঘাট খুবই সরু ছিল।

... সুতরাং তিনি দিল্লীতে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। সেখানে তিনি এক চোখ ঝলসানো কেল্লা তৈরী করলেন। এর নাম লালকেল্লা। এই দুর্গটি তৈরী করতে খরচ পড়েছিল প্রায় এককোটি টাকা।

লালকেল্লার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে। সবার আগে চোখে পড়ে দিওয়ান-ই-আম — এখানে সম্রাট তাঁর প্রজাদের দর্শন দিতেন।

BanglaBook.org

... তারপরেই চোখে পড়বে দিওয়ান-ই-খাস। এখানে বাদশাহ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতেন।
শাজাহান একটি নতুন মসজিদের কথাও ভাবছিলেন। ভিত্তিস্থাপনের সময়, চারদিক তখন লোকে লোকারণ্য —
আপনাদের মধ্যে কেউ কি আছেন, যিনি একদিনও মাঝরাত্রির প্রার্থনা করতে ভোলেন নি? তিনি এগিয়ে আসুন — তাঁকে দিয়েই আজকের অনুষ্ঠান শুরু হবে।
কেউ এগিয়ে এলেন না।
বাধ্য হয়েই সম্রাটকেই মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করতে হলো। ছ' বছর ধরে পাঁচ হাজার শ্রমিক দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর একদিন বিশ্রাম পেলো।

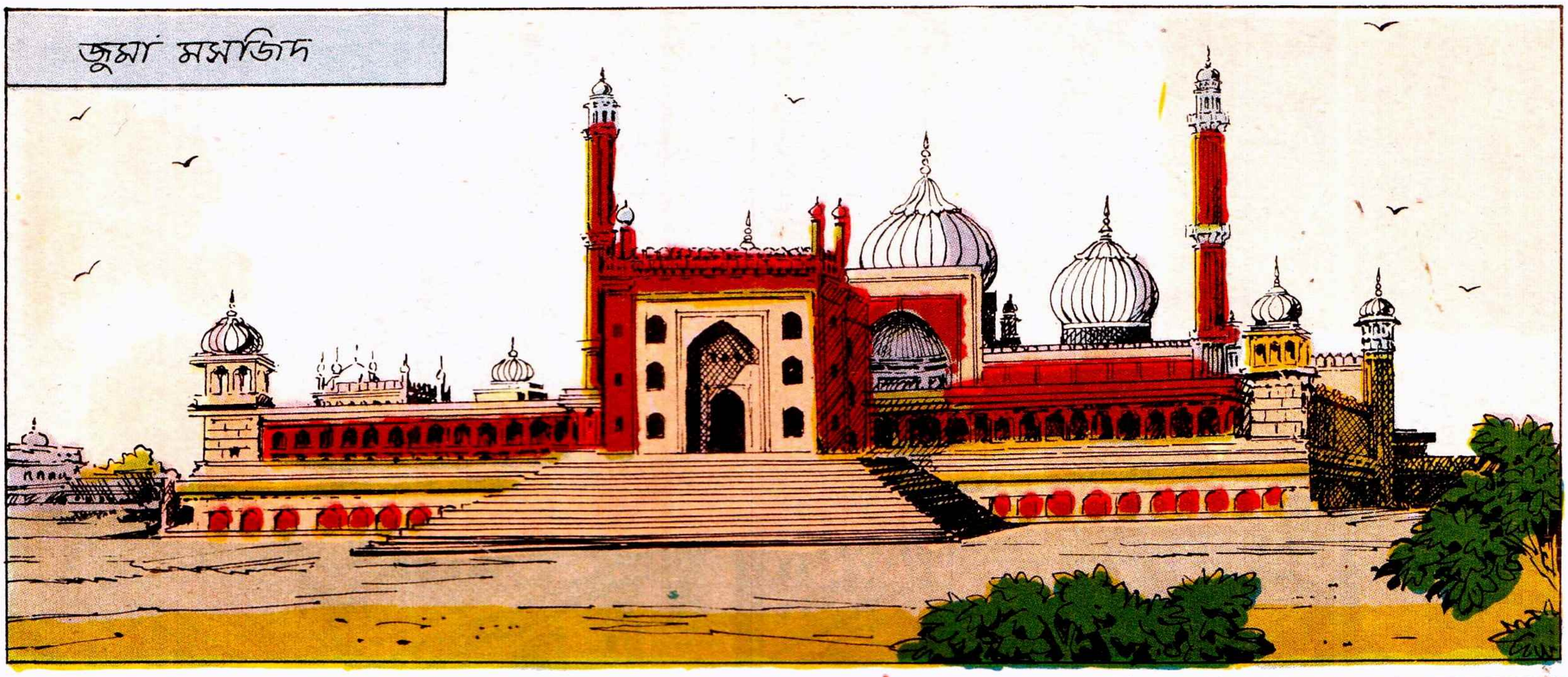

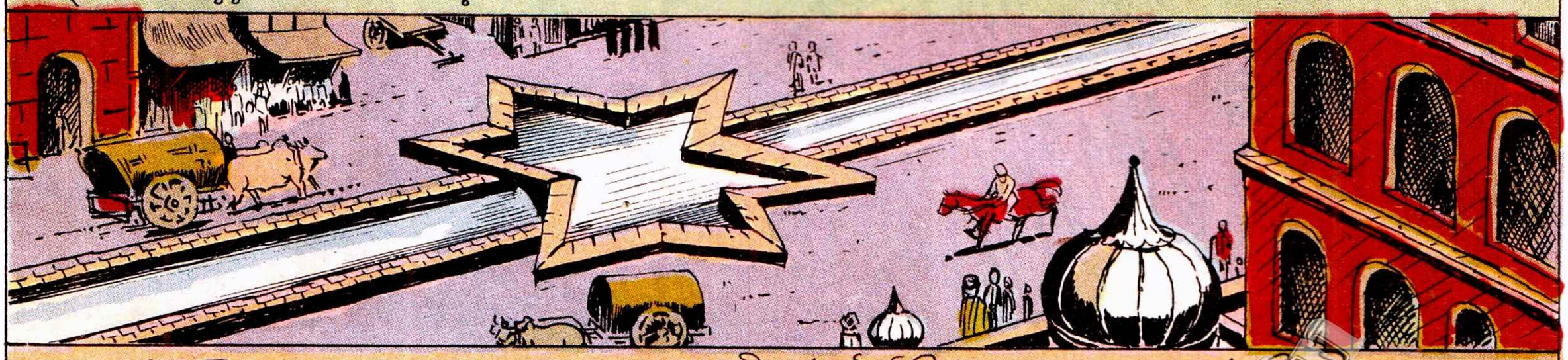

জুমা মসজিদ
লাল কেল্লার বাইরে এক সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠলো — নাম শাহাজাহানাবাদ। চাঁদনী চক ছিল শহরের প্রধান বাজার।
শাজাহানের আমলে মুঘল-ক্ষমতা তার শীর্ষে উঠেছিল। তখন থেকেই দিল্লী শহরের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।
শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করলেন তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র ঔরংজীব।
সিংহাসনের জন্য তিনি দুই ভাইকে হত্যা করেন। একজন পালিয়ে বাঁচেন।
ঔরংজীবকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ভগ্নী রোশনারা। ইতিহাস কিন্তু আরেক কারনে তাঁকে মনে রেখেছে। ফুল ও বাগানের প্রতি তাঁর অসাধারন প্রীতি ছিল। এখনও রোশনারা বাগ পর্যটকের মন কাড়ে।

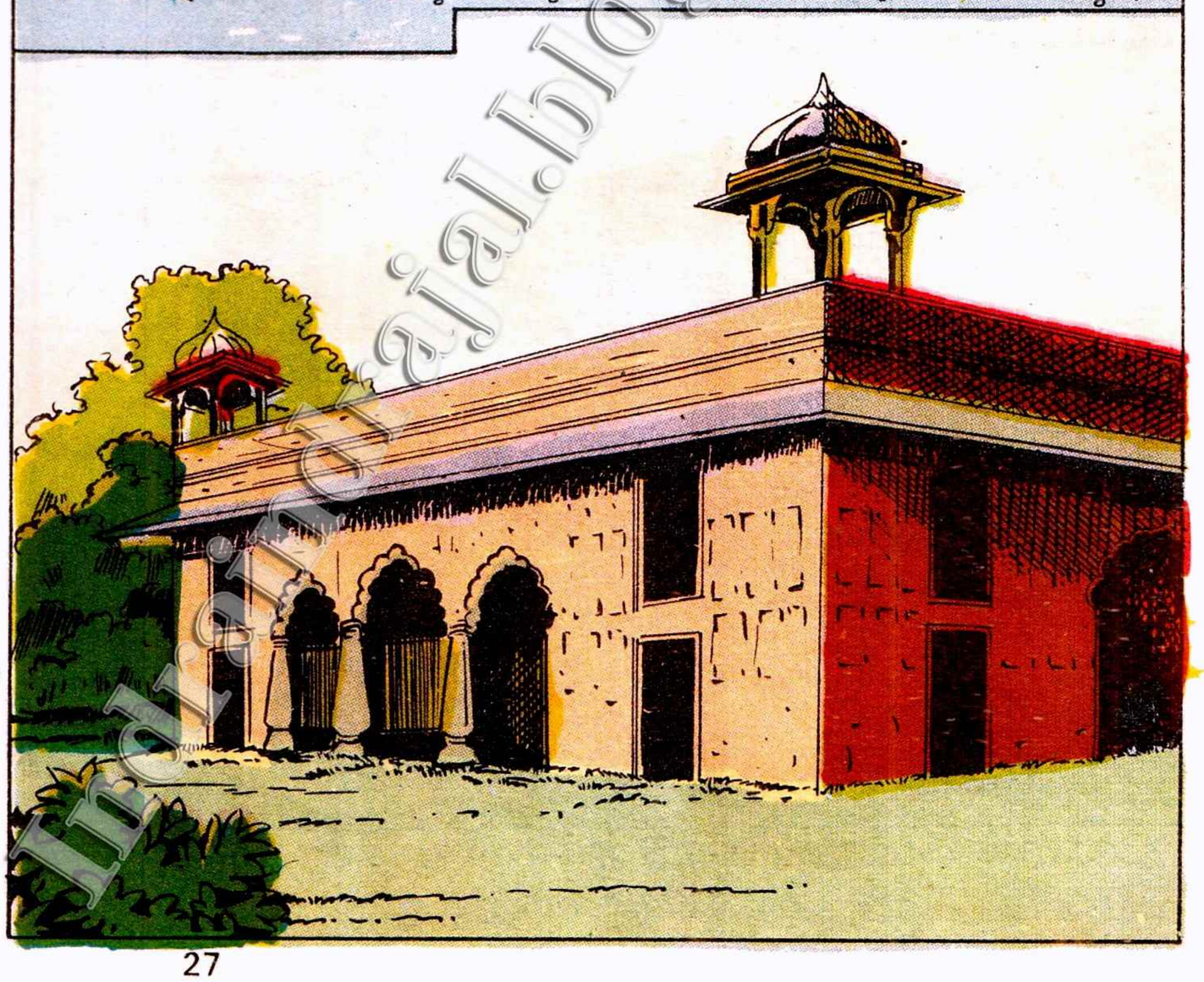

হত্যার নেশা সহজে যায় না। ঔরঙ্গজীবের আর এক শিকার গুরু তেগ বাহাদুর।

যে বটগাছের তলায় গুরুকে হত্যা করা হয়েছিল তার গুঁড়িটি এখনও সযত্নে চাঁদনী চকের গুরুদ্বার শিস্ গঞ্জ-এ রাখা আছে।

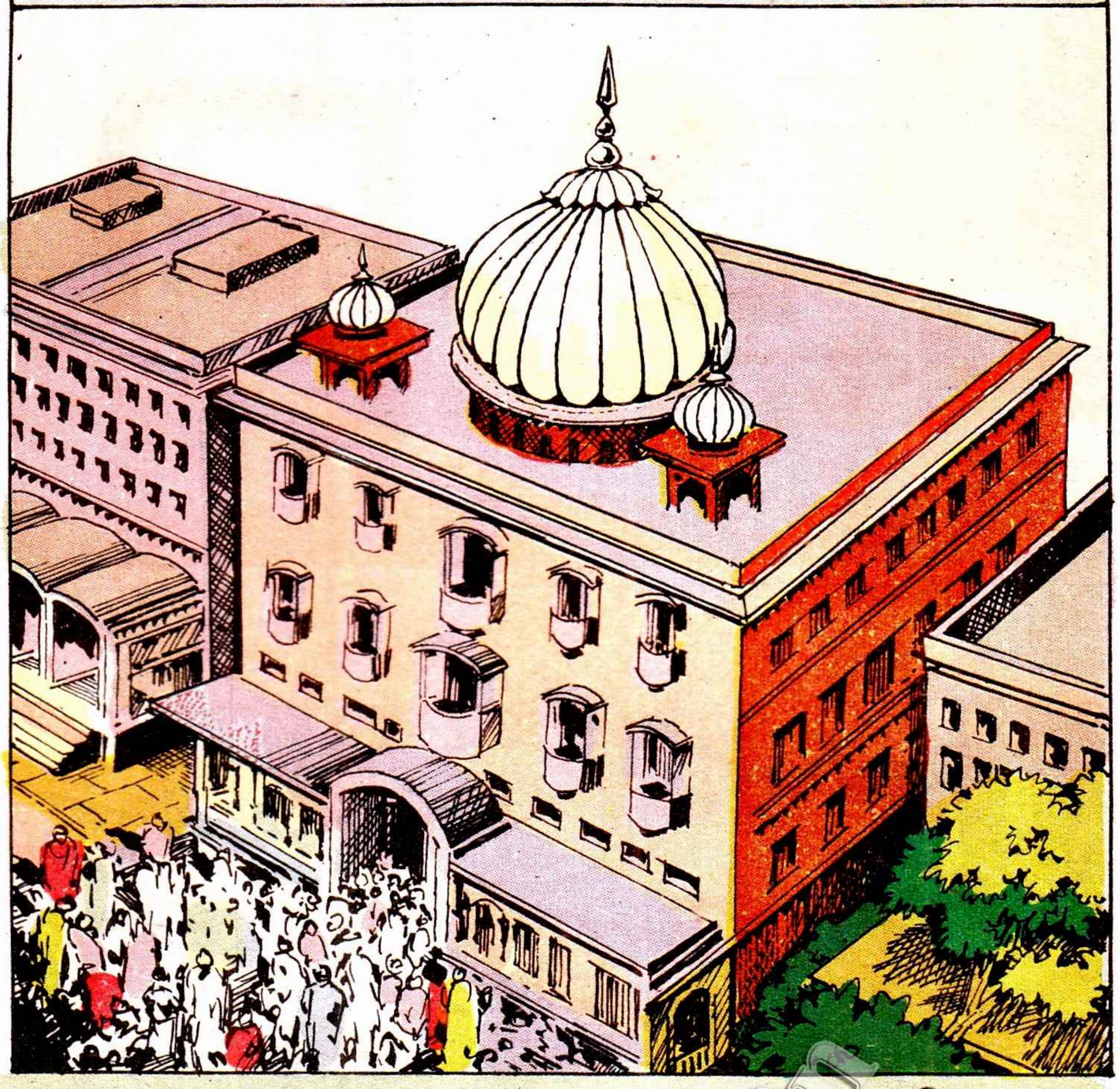

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের একেবারে শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্য ঘুণ ধরে। আমীর ওমরাহ ও জায়গীরদাররা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নানা ক্ষমতা অধিকার করে নেন।

এঁদের মধ্যে একজন জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ। ইনি পাঁচটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করেছিলেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো দিল্লীর যন্ত্র মন্তর*। মহম্মদ শাহ্ তখন বাদশা।

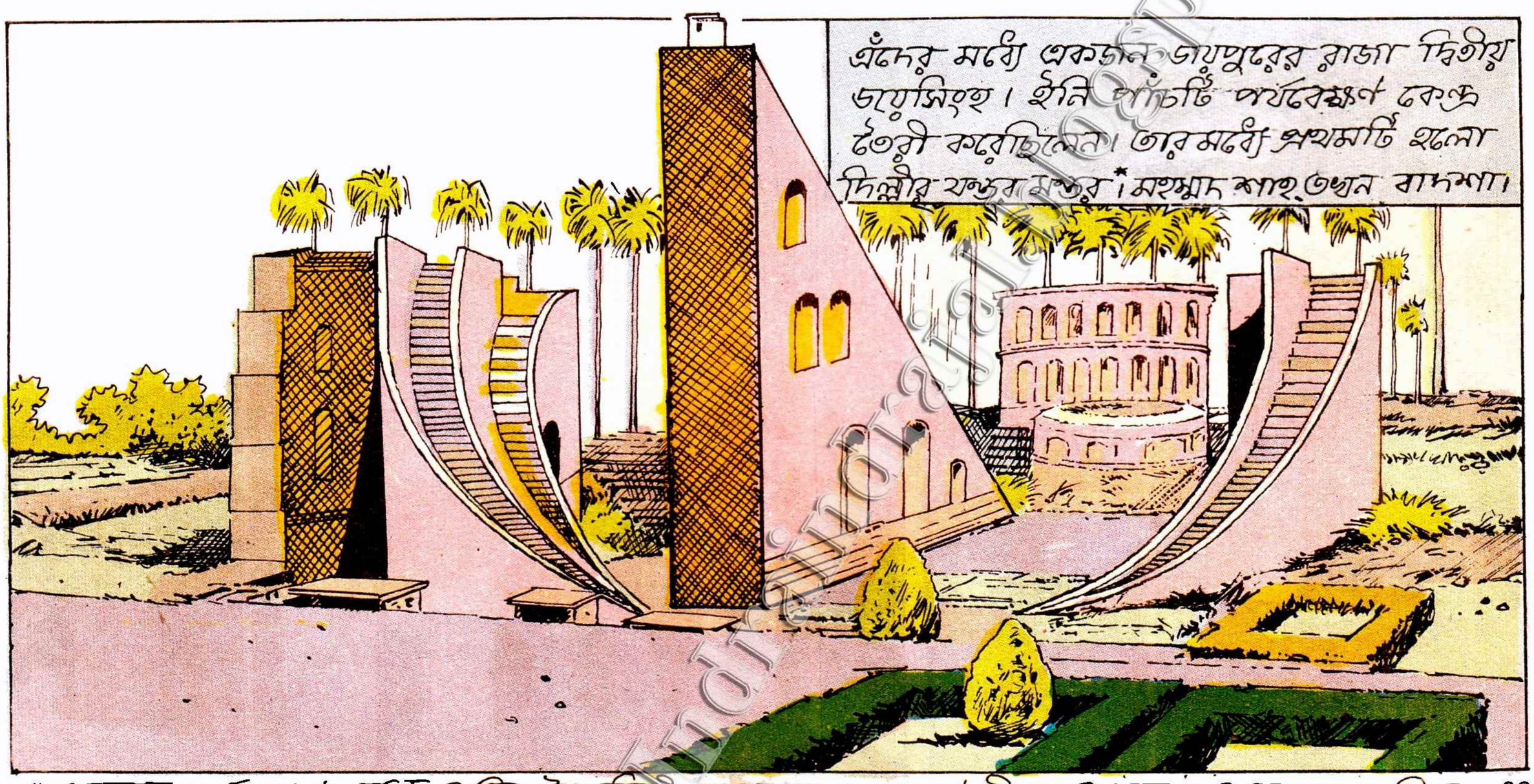

*অন্যান্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গুলি উজ্জয়িনী, জয়পুর ও বারানসীতে রয়েছে। মথুরাতেও ছিল একটি — তবে এখন তার অস্তিত্ব নেই।

রাজধানী দুর্বল, অধীন রাজ্যগুলি একের পর এক নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করলো।
১৭৩৯ সালে—

পারস্যের নাদির শাহ অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে, দিল্লী তছনছ করে দেশে ফিরে গেলেন।

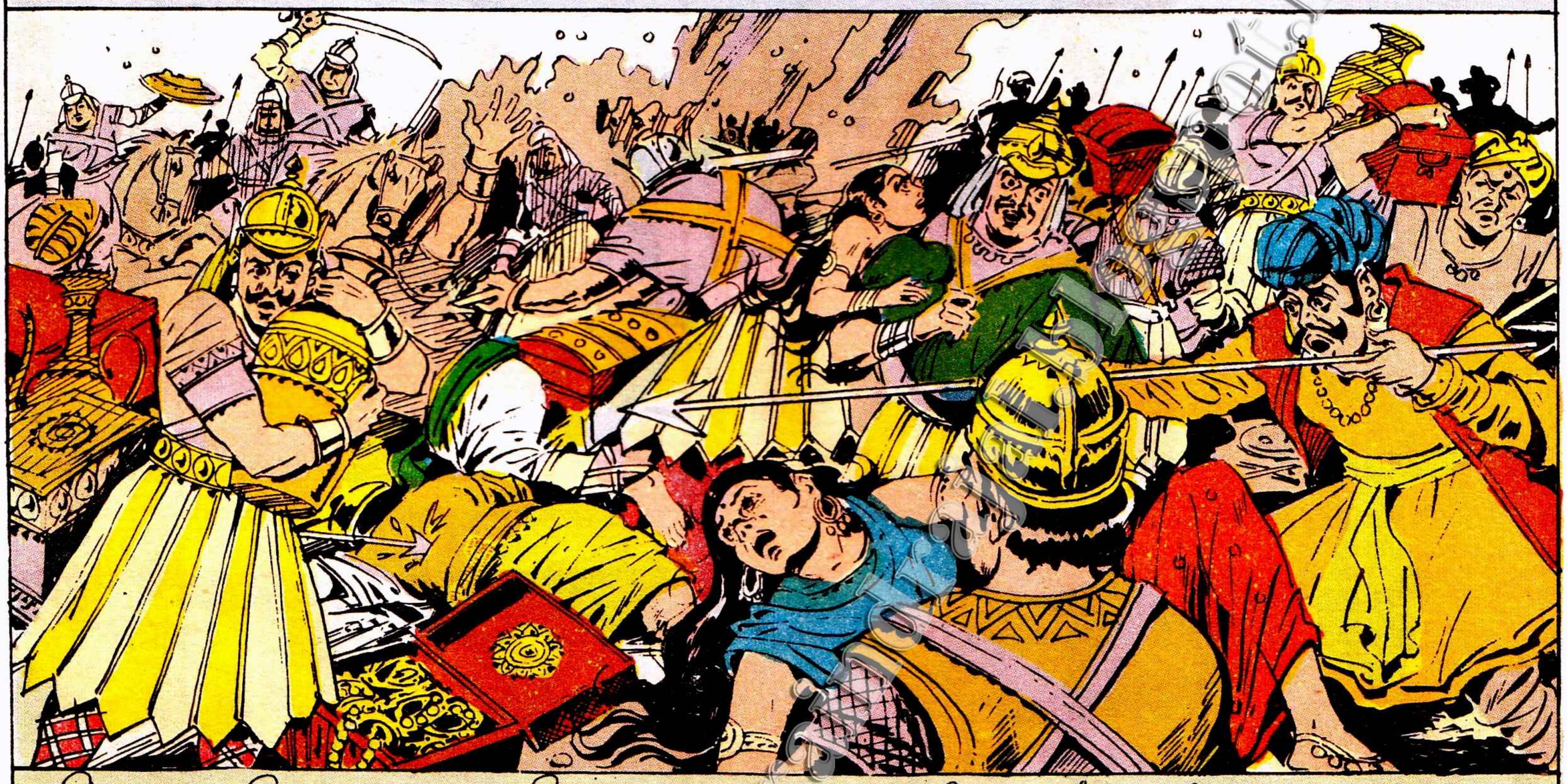

বিখ্যাত কোহিনুর রত্ন, ময়ূর সিংহাসন, আরও প্রচুর ধনরত্ন তাঁর সঙ্গে গেল। দেশে ফেরার পর তিন বছর পর্যন্ত তাঁর প্রজাদের তিনি করমুক্ত রাখেন, তখন তাঁর যেমন বড়লোকী!

এরপর প্রায় একশ বছর ধরে পাঠান, রোহিল্লা আর মারাঠা সেনাবাহিনী দিল্লীতে হানা দিয়েছে।

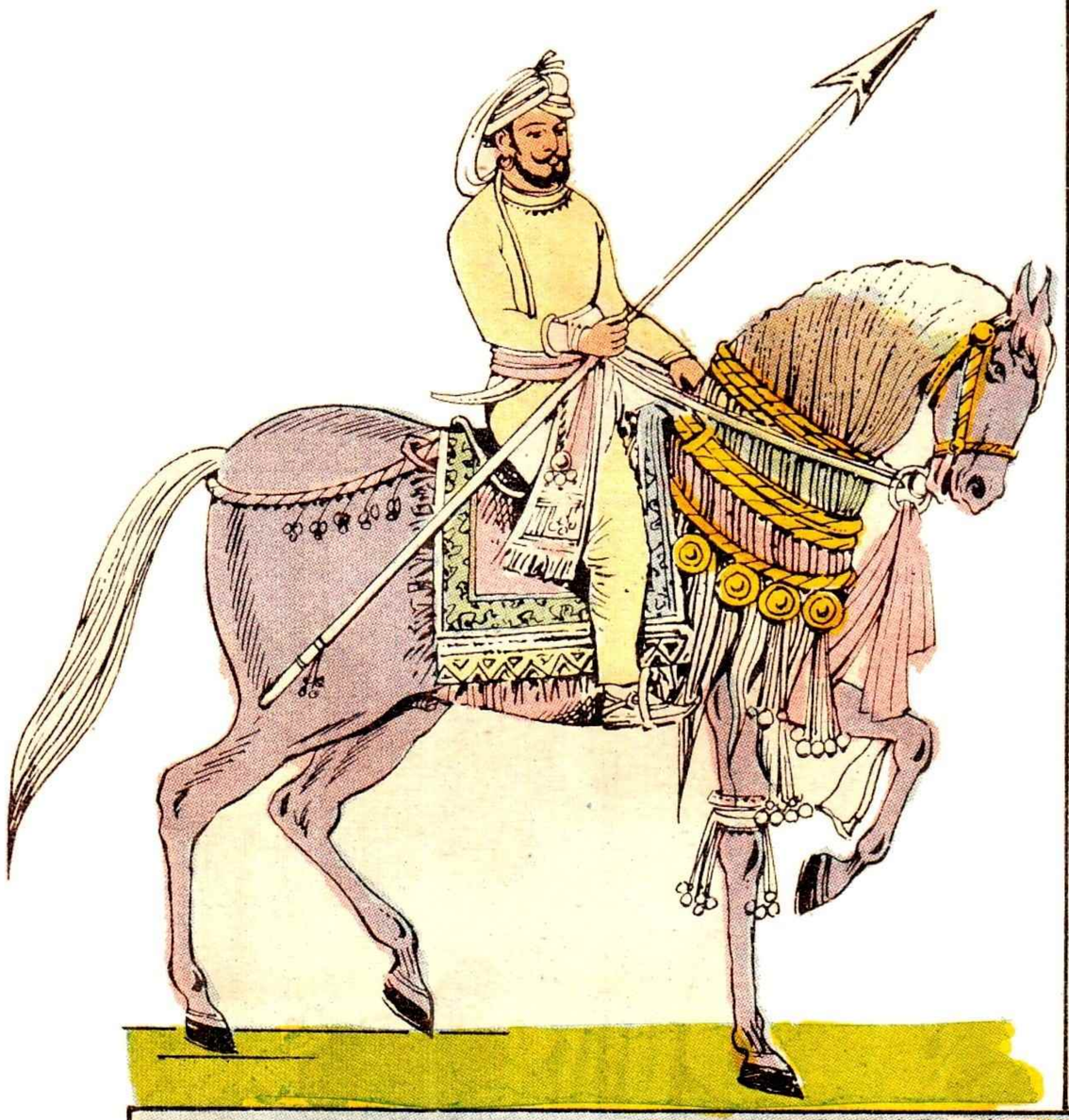

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল দ্রুত ঘনিয়ে এলো। তারপর একসময় সাম্রাজ্যের সীমানা শুধু লালকেল্লার চার দেয়ালের মধ্যেই চিহ্নিত হলো।

বাহাদুর শাহ্ জাফর ছিলেন কবি এবং নিরীহ স্বভাবের। কিন্তু ১৮৫৭ সনে সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। ভারতের আকাশে তখন ব্রিটিশ সূর্য্যাস্ত। সেই শিকলে তিনিও বন্দী হলেন।

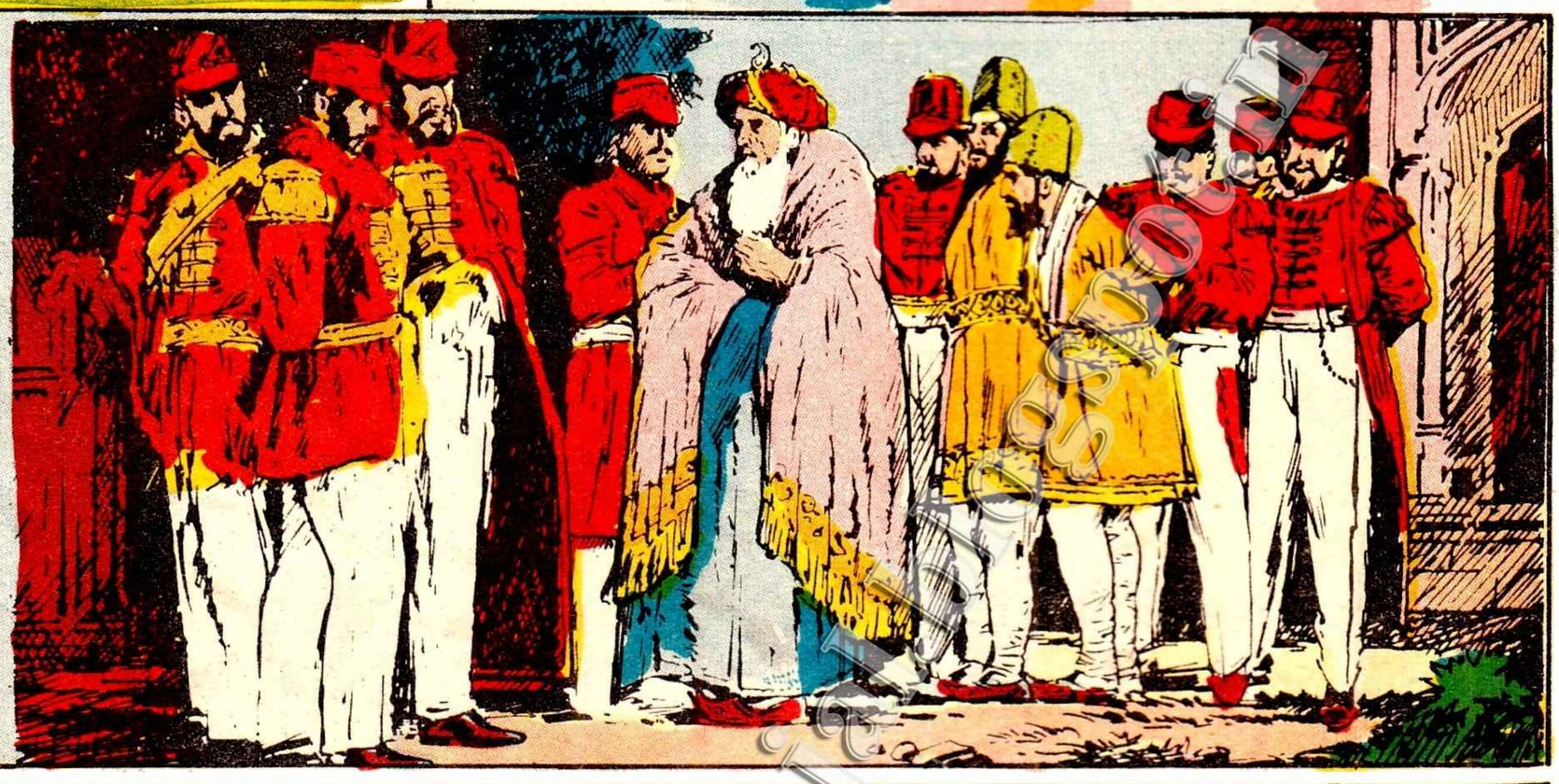

তাঁর তিন পুত্রকে তোরণের সামনে দাঁড় করিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হলো। সেই থেকে ঐ তোরণের নাম খুনী দরওয়াজা।

... চাঁদনী চকের ভিতর, এক বেদীর উপর তাঁদের মৃতদেহগুলি রাখা হয় প্রদর্শনীর জন্যে এবং পচতে থাকে।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার দিল্লীকেই ভারতবর্ষের রাজধানী বলে বেছে নিলেন। * স্যার এডোয়ার্ড লুটিয়েন-এর ওপর ভার দেওয়া হলো একটি নতুন শহর গড়ে তোলার।

১৯৩১ সালের মধ্যেই নতুন নগরী তৈরী হলো।

ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হবার পর স্বাধীন ভারতেও দিল্লীই রাজধানী রইলো। এখানে প্রাচীন দুর্গ, মসজিদ, সমাধিগুলির পাশাপাশি সহাবস্থান করছে আধুনিক পার্লামেন্ট, স্টেডিয়াম আর উড়ান সেতু। পুরানোর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে নতুনেরা।

পার্লামেন্ট হাউস

** এর আগে তাঁদের রাজধানী ছিল কলকাতা।

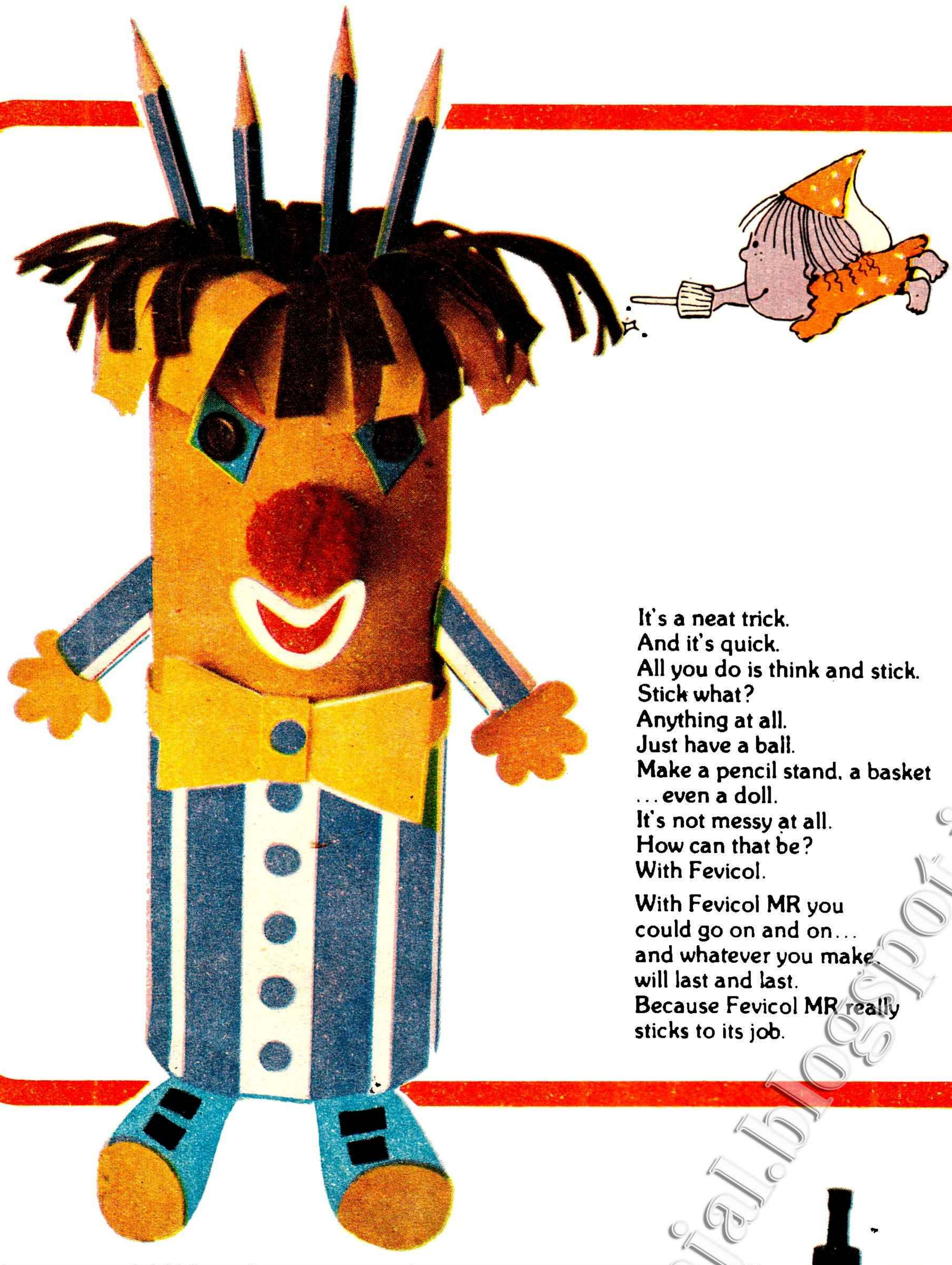

Jiffy the Joker's such fun to make
Bits 'n' pieces with Fevicol is all it takes

It's a neat trick.
And it's quick.
All you do is think and stick.
Stick what?
Anything at all.
Just have a ball.
Make a pencil stand, a basket
. . . even a doll.
It's not messy at all.
How can that be?
With Fevicol.

With Fevicol MR you
could go on and on . . .
and whatever you make
will last and last.
Because Fevicol MR really
sticks to its job.

For FREE step-by-step instructions on how to make Jiffy the Joker, post this coupon to 'Fevi Fairy', Post Box 11084, Bombay 400 020.

Name ______________________

Age ______________________

Address ______________________

____

(AC)

FEVICOL MR
Synthetic Adhesive

When you do your best, you stick with the best

® Both ® and FEVICOL brand are the Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD., Bombay 400 021

OBM/1683

indrajal.blogspot.in

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড ৩.৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

indrajal.blogspot.in

Jeevan and Hanu comment on Coming Closer with Communication

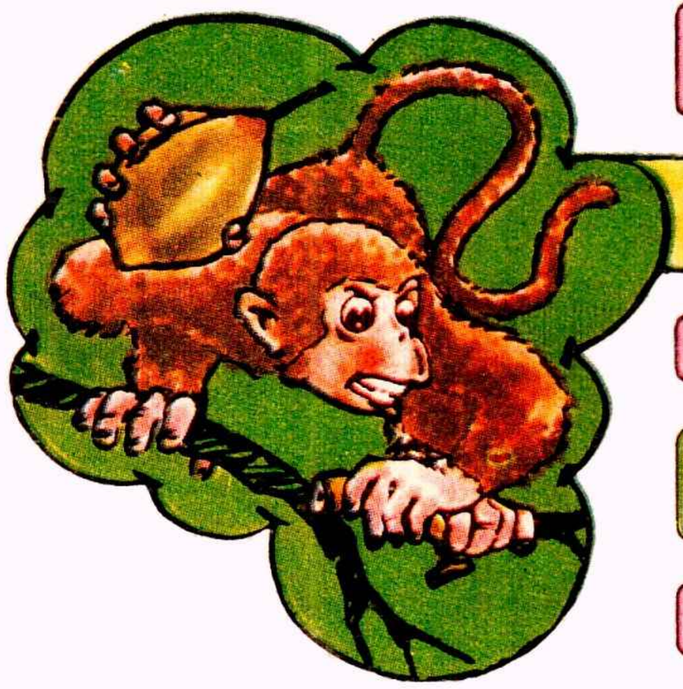

I'm so glad we can communicate with each other, Jeevan! Without you to teach me things, where would I be?

You'd still be up a tree, afraid of the ground. You'd still be eating bananas without first peeling them. You'd still be throwing coconuts at humans...

And where would you be without communication?

We'd also be stupid ignorant apes, Hanu. As we actually were millions of years ago.

You mean communication helped you become intelligent human beings?

Of course! Every little thing we learnt, we are able to pass on to others with our communication skills. Take the first man who accidentally struck two stones together and created fire.

He must have got the fright of his life!

Yes ... but once he got over it, he was able to tell others about it!

Is that the only purpose of human communication? To pass on information?

Not just that. There's another equally important function ... helping us reach agreement with each other. I'll give you an example. When two dogs stumble upon the same bone, what happens?

They fight, of course. Finally one gets hurt, and the other gets the bone.

Exactly! But suppose they could communicate. They'd be able to figure out some way of settling the matter.. without having to fight! They'd share it. Or make a rule for deciding who had the right to the bone.

Communication makes it easier for us to live peacefully together. Is that it?

Right. Human beings can settle their differences by talking at the conference table. If not for that, there'd be a lot more war. Communication lets us co-exist as one huge happy family.

Jeevan, let's never stop communicating. Agreed?

Agreed.

1983 WORLD COMMUNICATIONS YEAR

daCunha/LIC/147/83

Life Insurance Corporation of India